গবেষণায় পিছিয়ে থাকলে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব

সেমিনারে বিইপিআরসি চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক
২২ জুলাই ২০২৫, ১২:০০ এএম

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের (বিইপিআরসি) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ওয়াহিদ হোসেন বলেছেন, গবেষণা ও উদ্ভাবন খাতে অনেক পিছিয়ে আছে দেশ। এ খাতে পিছিয়ে থাকলে খুব বেশি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। গবেষণা ও উন্নয়নে অনেক এগিয়ে গেছে চীন। কৃষি খাতে আমাদের দেশে কৃষিবিদরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও গবেষণায় বিপ্লব এনেছেন। তবে আর কোনো খাতে উল্লেখ করার মতো উদ্ভাবন বা গবেষণা নেই।

তিনি আরও বলেন- দুঃখজনক হলেও সত্য, এ দেশের শিল্প সরকারের ওপর নির্ভরশীল; গবেষণা ও উন্নয়ন নিয়ে তাদের চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। শিল্পবান্ধব শুল্কনীতি, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ এবং সরকারের নানা সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তারা শিল্প গড়ছে, ব্যবসা করছে। কোনো উদ্ভাবনী ব্যবসা নেই বললেই চলে। এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসা দরকার।

রাজধানীর আইবি ভবনে অবস্থিত বিইপিআরসির প্রধান কার্যালয়ে গতকাল সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত এক সেমিনারে ওয়াহিদ হোসেন এসব মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) গবেষণার জন্য ৫ থেকে ১০ লাখ

টাকা পর্যন্ত তহবিল দিয়ে থাকে। এই টাকা দিয়ে গবেষণা করা সম্ভব নয়, বড়জোর স্টাডি পেপার হতে পারে। কালচারটা পরিবর্তন করা দরকার। আমরা গবেষণা ও গবেষকবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে চাই। এখানে একাডেমিয়া এবং শিল্পের মধ্যে মেলবন্ধন গড়ে তোলার কাজ করছি। বিশ^বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণায় উৎসাহিত করার পাশাপাশি ট্যালেন্ট হান্ট করার চেষ্টা করা হবে। তাদের কাজে লাগনোর চেষ্টা করা হবে।

তিনি বলেন, আমরা গবেষণা তহবিল দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। প্রাথমিকভাবে ৪ কোটি টাকা পর্যন্ত তহবিল দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। যে কেউ আমাদের এখানে আবেদন করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে আইডিয়া জমা দিতে হবে। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় বাছাই চূড়ান্ত করা হয়। গবেষক ও জুরি প্যানেলের মধ্যে কেউ কাউকে জানার সুযোগ নেই। দেশি-বিদেশি জুরিরা বিষয় বিবেচনা ও মূল্যায়ন করে থাকেন।

তিনি বলেন, আমরা শুধু গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছি না। উদ্ভাবন কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। বুয়েট যে ইজিবাইক তৈরি করেছে, আমরা সেখানে অর্থায়ন করেছি। আমরা চাই প্রায়োগিক গবেষণা চলুক। ইনোভেশন কিছু থাকলে আমাদের নজরে আনার অনুরোধ থাকল।

তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ৯ বছর হয়েছে বিইপিআরসির। অথচ আমি নিয়োগ পাওয়ার আগে পর্যন্ত জানতাম না যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর সম্পর্কে জনগণ অবগত নন। নিজস্ব জনবল বলতে মাত্র দুইজন ড্রাইভার রয়েছেন, আর সবই চলছে ডেপুটেশনে। ডেপুটেশনে থাকা কর্মকর্তা একটা সময় পরে যখন চলে যাচ্ছেন, তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে চলে যাচ্ছেন। সেজন্য নিজস্ব জনবল থাকাটা খুবই জরুরি।

বিইপিআরসির সদস্য (অন্ট্রাপ্রনারশিপ) ড. মো. রফিকুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্যে বলেন, আমরা পত্রিকায় দেখলাম জামালপুরে একটি ছেলে প্লাস্টিক থেকে জ্বালানি তেল তৈরি করছে। আমরা ডেকে তার সঙ্গে কথা বলেছি, কীভাবে কাজে লাগানো যায়।

তিনি বলেন, দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৩টি গবেষণা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যার ৯টি শেষ হয়েছে, চারটি চলছে। বর্জ্য থেকে বায়োকল উৎপাদন, কম গতির বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সাশ্রয়ী সিনক্রোফেজর ডিভাইস, প্রায়োরিটি লোড ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক স্মার্ট মিটার, সাবস্টেশন রিমোর্ট মনিটরিং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সফলভাবে ব্যবহারযোগ্য।

এনার্জি হারভেস্টিং গ্লাস, বর্জ্য থেকে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় বিগ ডাটার প্রয়োগ, সৌরশক্তি ব্যবহার করে পানি থেকে হাইড্রোজেন উৎপাদন সংশ্লিষ্ট গবেষণা চলছে। এনার্জি হারভেস্টিং গ্লাস সফল হলে ভবনের জানালার গ্লাস থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এসব প্রকল্পের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি ইউনিটভিত্তিক সমস্যার স্থানীয় সমাধান বের করতে। যে কেউ যে কোনো সময় প্রস্তাবনা জমা দিতে পারবেন।

বিইপিআরসির গবেষণা কার্যক্রম তুলে ধরে পরিচালক (ইনোভেশন) প্রকৌশলী হাছান মাহমুদ বলেন, মানব বর্জ্য থেকে গ্যাসোলিন, ডিজেল ও এভিয়েশন ফুয়েল উৎপাদনের দারুণ সম্ভাবনা দেখছি। বছরে প্রায় ২ হাজার কোটি থেকে ৪ হাজার কোটি টাকা আয় করার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী (পিঅ্যান্ডডি) গোবিন্দ চন্দ্র লাহা বলেন, বছরে ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকার এয়ারফিল্টার আমদানি করা হয়। আয়তন বেশি হওয়ায় পরিবহন খরচ অনেক বেশি। পরিবহন খরচের টাকা বিনিয়োগ করে এয়ারফিল্টার উৎপাদন কারখানা স্থাপন করা সম্ভব। অথচ বছরের পর বছর ধরে আমদানি করে যাচ্ছি। এ রকম অনেক বিষয় রয়েছে।

সেমিনারে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সচিব নজরুল ইসলাম, বিদ্যুৎ ও জ¦ালানি বিভাগের প্রতিনিধি, স্রেডা, ডিপিডিসি, তিতাস গ্যাসসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।